



SHARE



PREs
paediatric
rheumatology
european
society

<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

জুভনোইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস

ববিরণ 2016

জুভনোইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস কি?

এটা কি?

শিশুদের বাতরোগে একটি দীর্ঘময়োদী রোগ যখনে গড়িতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হয়। প্রদাহের লক্ষণগুলো হচ্ছেঃ গড়ি ব্যাথা, ফুলে যাওয়া ও নড়া চড়া করতে না পারা। এখানে ইডিওপ্যাথিক অর্থ্রাইটিসের কারণে অজানা। লম্বাহরষব বলতে এখানে ১৬ বৎসর বয়সের নীচের শিশুদের বোঝানো হচ্ছে।

দীর্ঘ ময়োদী রোগ মানে কী ?

দীর্ঘ ময়োদী রোগ তখনই বলা যায় যখন সঠিক চিকিৎসা সত্ত্বেও পুরোপুরি রোগ সরে যায়না কিন্তুরোগের উপসর্গসমূহে ও পরীক্ষার ফলাফলে পরবর্তন আসে।

শিশুটিকত দিনি অসুস্থ থাকবে আগ থেকে সেই ধারণা করাটাও সম্ভব না।

এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমন ?

এই রোগ তুলনামূলক কম হয় এবং সাধারনত প্রতিহাজারে ১-২ জন শিশু আক্রান্ত হতে পারে।

এই রোগের কারণ কী কী?

আমাদের শরীরের পরতিরোধ ব্যবস্থা আমাদেরকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্রভৃতির আক্রমন থেকে রক্ষা করে। এই পরতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের শরীরের বাইরে থেকে আসা কষতিকির উপাদানসমূহ চহ্নিতি করে ধবংস করতে সক্ষম। দীর্ঘময়োদী বাত রোগে আমাদের শরীরের রোগ পরতিরোধ ক্ষমতা সঠিকভাবে কাজ করতে পারনো। শরীরের জন্য় কষতিকির কেষ ও ভাল কেষসমূহ আলাদা করা যায় না। যার দরুন শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক কেষ সমূহ আক্রান্ত হয়ে গড়ির প্রদাহ হয়। যার অর্থ হচ্ছে রোগ পরতিরোধ ব্যবস্থা নিজস্ব স্বাভাবিক কেষ সমূহের বন্দিধেই পরতিক্রিয়া করে।

তবে, অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনতি রোগের মত এই রোগের ও সঠিক ব্যাখ্যা এখনও মূলত অনেকেটাই অজানা।

ইহা কি বংশগত রোগ ?

সরাসরি মা বাবা থেকে সন্তানে সংক্রমিত হয়না বলে ঔওঅ বংশগত রোগ না। তবে কিছু জনমগত (জেনেটিক) উপাদান (যা এখনও পুরোপুরি আবিস্কৃত হয় নি) এ রোগের জন্য দায়ী বলে ধারণা করা হয়। বিশেষত্ব একমত যত কিছু বংশগত ও পরিবেশগত ব্যাপার থাকলে এরোগ হতে পারে। তবে বংশগত উপাদান থাকলেও একই পরিবারে দুই (জীবানু জনিত সংক্রমণ) শিশুর এরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ইহা কভিবে শনাক্ত হয়?

ঔওঅ সাধারণত গড়ায় দীর্ঘ ময়োদী প্রদাহ থেকেই শনাক্ত করা যায়। তবে গুরুত্ব সহকারে রোগের ইতিহাস, রোগী পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষা নরীক্সা করে গড়ার অন্যান্য রোগ সমূহ পৃথক করা যায়।

ঔওঅ অবশ্যই ১৬ বছর বয়সের পূর্বে শুরু হতে হবে এবং কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ লক্ষণসমূহ থাকতে হবে। সেই সাথে অন্যান্য কারণগুলো পরীক্ষা নরীক্সা করে বাদ দিতে হবে।

রোগের স্থায়ীত্ব ৬ সপ্তাহ সময় এ জন্য ধরা হয়েছে যে অন্যান্য যে সব কারণে স্বল্প স্থায়ী বাত রোগ হতে পারে (যেমন সংক্রমণ জনিত প্রদাহ) সে গুলোকে আগে বাদ দিতে হবে। শিশুর বাত রোগ বলতে (ঔওঅ) সব ধরনের দীর্ঘময়োদী বাত যার কোন কারণ জানা যায়নি এবং যা শৈবকালে শুরু হয় তাদেরকই বোঝায়।

ঔওঅ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। (নীচে উল্লেখ করা আছে)

এই রোগে গড়ার ভেতরে কিহয়ে থাকে?

গড়ার ভেতরে একটাপাতলা প্রদা বা আবরণ থাকে (সাইনোসিয়াল মমেব্রেনে)। এই প্রদাটি দীর্ঘময়োদী প্রদাহের কারণে পুরু হয়ে যায় এবং এই রোগের একটি বিশেষত্ব হল যেঃ অনেকক্সন গড়া নড়াচড়া না করলে শক্তভাবটা বেশী হয়। যাই কারণে শক্তভাব সকালবেলা বেশী অনুভব হয়। বিভিন্ন রকম কেষ ও তরল পদার্থ এর মধ্যে জমা হয়। এই কারণে গড়া ফুলে যায়, ব্যথা হয়, নড়াচড়ায় সমস্যা হয় এবং গড়া শক্ত হয়ে যায়।

বাচ্চারা সাধারণত গড়া ভাজ করে রেখে গড়া ব্যথা কমানোর চেষ্টা করে থাকে। গড়া ভাজ করা এই অবস্থানকে এন্টোলজিক অবস্থান বলে। যদি এই অবস্থা দীর্ঘদিন অস্থায়ী সাধারণত ১ মাসের বেশী থাকে তাহলে মাংস পেশী ও রগসমূহ সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায় এবং গড়া বাঁকা হয়ে শক্ত হয়ে যায়।

যদি সঠিক চিকিৎসা না করা হয় তাহলে গড়ার প্রদাহ দুই ভাবে গড়ার ক্ষতি করে। গড়ার হাড় ও তরুনাস্থির ক্ষতি হয়ে ভিতরে প্রদা পুরু হয়ে অসমান হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত গড়ার বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিক নিঃস্বরণের কারণে এক্সরে করলে হাড়ের ভেতরে কক্ষ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। দীর্ঘময়োদী এন্টোলজিক (ভাজ অবস্থায়) অবস্থায় রাখলে মাংস পেশী শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় এবং অবশেষে গড়া পুরোপুরি বাঁকা হয়ে যায়। দীর্ঘদিন থাকলে মাংস পেশী শুকিয়ে যায় তাতে গরি পুরোপুরি সোজা বা ভাঁজ করা যায় না।